দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

উদয়নে কামিজের হাতা কর্তন

সেই শিক্ষিকাকে সাময়িক অব্যাহতি, অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রীদের কামিজের লম্বা হাতা কাটার ঘটনায় রাজধানীর উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে (মাধ্যমিক) সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। একইসাথে ঘটনাটির উচ্চতর তদন্তের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি) অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাতে বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে সভার এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা। তারা প্রায় তিন ঘণ্টা অধ্যক্ষ ড. উম্মে সালেমাকে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করে রাখেন। অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষিকার চূড়ান্ত অব্যাহতি দাবি করেছেন তারা। দাবি আদায়ে আজ সোমবার সকাল ৮টায় বিদ্যালয়ের সামনে মানববন্ধন আয়োজন করেছে অভিভাবক পরিষদ।

গভর্নিং বডির সদস্য ও বিদ্যালয়টির অভিভাবক পরিষদের সদস্য আবুল কালাম আজাদ জানান, গত রাতে গভর্নিং বডির জরুরি সভা শুরু হয়। বডির অধিকাংশ সদস্য অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষিকা (মাধ্যমিক) মাহবুবা খানম কল্পনার অপসারণ দাবি করেন। তবে সভায় শুধু কল্পনার নিয়োগের, বর্ধিত সময়সীমা স্থগিত করা ও মাউশিকে ঘটনাটি তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নেন বডির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সভাপতির এ সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়ে কয়েকজন সদস্য অধ্যক্ষেরও পদত্যাগের দাবি জানান। এ অবস্থায় সভায় সিদ্ধান্ত জানিয়ে চলে যান তিনি। এদিকে রাত সাড়ে আটটার দিকে সভা শেষ হলে অভিভাবকরা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে অধ্যক্ষ ও কল্পনার অপসারণ দাবি করেন। তারা রাত ১১টা পর্যন্ত অধ্যক্ষ উম্মে সালেমা বেগমকে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে অভিভাবক পরিষদের কয়েকজন নেতার হস্তক্ষেপে তিনি বের হন।

গত বুধবার দুপুরে উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম, দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জামার ও ছাত্রীদের কামিজের লম্বা হাতা কাচি দিয়ে কেটে দেন প্রধান শিক্ষিকা (ভারপ্রাপ্ত) মাহবুবা খানম কল্পনা। পরে সালেমা বেগম ঘটনাটিকে দুঃখজনক ও ভুল বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের ড্রেস-কোডকে উপেক্ষা করায় এমনটা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।